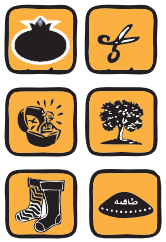
ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ সমূহ ঃ

চুল কাটা, নখ কাটা, শরীরে ও কাপড়ে আতর-সুগন্ধি লাগানো, পুরুষের সেলাই করা কাপড় পড়া ও মাথা ঢাকা, খাওয়া বৈধ এমন বন্য প্রাণী শিকার করা, বিবাহের আকদ করা, উত্তেযনার সাথে যৌনাঙ্গ ব্যতীত স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা, যৌনাঙ্গে স্ত্রী সহবাস করা।



বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

যে কোন একটি রুকন বাদ পড়লে উমরাহ হবে না।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোন কাজ ভুল বশতঃ বা অজ্ঞতা বশতঃ করে ফেললে কোন ফিদিয়া বা জরিমানা দিতে হবেনা।

ফিদিয়া হলোঃ একটি ছাগল যবাই করা, বা ছয়জন মিসকীন খাওয়ানো, বা তিনটি রোযা রাখা।

নিয়াতের ক্ষেত্রে শর্তারোপ করাঃ

শর্ত করা থাকলে অসুবিধার কারণে উমরা ছেড়ে দিলে তাকে আর "দম" (জরিমানা স্বরুপ ছাগল যবেহ করা) দিতে হবেনা।

তালবিয়াঃ

লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা- শারী-কা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিঅ'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা- শারী-কা লাক।









بنغالي
Bengali

عمرتي

উমরাতী (আমার উমরাহ)

প্রনয়নেঃ ইয়াসির বিন মুহাম্মাদ আল-ফাহাদ।

অনুবাদেঃ আব্দুর রাকীব বিন মুয্যাম্মিল হক।

إعداد : ياسر بن محمد الفهيد



@ARRAWDAH

কর নীয়	নং	হুকুম	কাজ সমূহঃ	কাজটি পরিত্যাগ কারীর বিধান
প্রথম রুকনঃ **ইহরাম বাঁধা।** উমরার নিয়াত করবে	১	সুন্নাত	পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করবে	কিছুই করতে হবে না।
	২	সুন্নাত	সেলাই বিহীন দুটো সাদা কাপড় পড়বে	**ফিদিয়া দিবে।**
	৩	ওয়াজিব	মীকাতে বা তার বরাবর পৌছলে **(আল্লা-হুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান)** বলে উমরার নিয়াত করবে	**মীকাতে ফেরত যাবে নতুবা দম দিতে হবে।**
	৪	সুন্নাত	ফরজ নামাযের পর নিয়াত করা, ফরজের সময় না হলে যে কোন সুন্নাত নামায পড়া। যেমনঃ অযুর সুন্নাত, তাহিয়্যাতুল মাসজিদ।	কিছুই করতে হবে না।
	৫	মাকরূহ	মীকাতের পূর্বেই নিয়াত করা।	কিছুই করতে হবে না।
	৬	জায়েয	উমরা সম্পন্ন করতে না পারার কোন আশংকা থাকলে নিয়াত করার সময় এদু'আ পড়ে শর্ত করবে, **(ফা-ইন হাবাছানি হাবেছুন ফামাহিল্লি হায়ছু হাবাছতানি।)**	কিছুই করতে হবে না।
	৭	জায়েয	মীকাতের মসজিদ ব্যতিত অন্য কোন মসজিদে ইহরামের কাপড় পড়া।	কিছুই করতে হবে না।
	৮	সুন্নাত	উমরা নিয়াতের পর তালবিয়া পাঠ করা, পুরুষরা জোরে জোরে পাঠ করবে।	কিছুই করতে হবে না।
২য় রুকনঃ তওয়াফ করা। সাতটি চক্কর দিবে।	১	সুন্নাত	মক্কায় প্রবেশ করার সময় গোসল করা।	কিছুই করতে হবে না
	২	ওয়াজিব	তওয়াফ অবস্থায় অযু থাকতে হবে।	**তওয়াফ হবে না।**
	৩	সুন্নাত	ডান পা আগে দিয়ে ও দু'আ পড়ে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে।	কিছুই করতে হবে না
	৪	সুন্নাত	তওয়াফ শুরুর আগ পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবে।	কিছুই করতে হবে না
	৫	ওয়াজিব	কাবাকে বামে রেখে হাজরে আসওয়াদের বরাবর থেকে তওয়াফ শুরু করবে।	**তওয়াফ হবে না।**
	৬	সুন্নাত	প্রত্যেক তওয়াফে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও চুমু দেওয়া অথবা হাত দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করা ও হাতে চুমু দেওয়া, হাত বা অন্য কিছু দিয়ে ইশারা করলে তাতে চুমু না দেওয়া। শেষ চক্কর সহ প্রতি চক্করে **"আল্লাহু আকবার"** বলা	কিছুই করতে হবে না
	৭	সুন্নাত	পুরুষের জন্য প্রথম তিন চক্করে রমল করা (জোরে জোরে হাঁটা)	কিছুই করতে হবে না
	৮	সুন্নাত	তওয়াফ অবস্থায় "ইজতিবা" করবে। (অর্থাৎ-ডান কাঁধকে খোলা রেখে ডান বগলের নিচ দিয়ে কাপড় নিয়ে বাম কাঁধের উপর রাখবে।)	কিছুই করতে হবে না
	৯	সুন্নাত	রুকনে ইয়ামানী বরাবর পৌছলে সম্ভব হলে ডান হাত দ্বারা তা স্পর্শ করবে, চুমু দিবেনা, ইশারা বা তাকবীর দিবে না।	কিছুই করতে হবে না
	১০	জায়েয	তওয়াফ অবস্থায় ফরজ নামাজ, একটু বিশ্রাম, অযু, অন্য তলায় স্থানান্তর করতে পারবে, তবে বেশী দেরী করা চলবে না।	কিছুই করতে হবে না
	১১	সুন্নাত	রুকনে ইয়ামানী থেকে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত চলাকালে এই দু'আ পড়বে। **"রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতান অফিল আ-খিরাতি হাসানাতাও অক্বিনা আযাবান্নার"**	কিছুই করতে হবে না
	১২	সুন্নাত	তওয়াফ অবস্থায় দু'আ করা, প্রতি তওয়াফের জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই।	কিছুই করতে হবে না

কর নীয়	নং	হুকুম	কাজ সমূহঃ	কাজটি পরিত্যাগ কারীর বিধান
সুন্নাতঃ তওয়াফের নামায পড়া ও যমযম পানি পান করা।	১	জায়েয	তওয়াফের পর কাঁধ ঢেকে দিবে, নামাযের সময় ঢাকা ওয়াজিব।	কিছুই করতে হবে না
	২	সুন্নাত	তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামাজ পড়বে।	কিছুই করতে হবে না
	৩	সুন্নাত	মাকামে ইবরাহীমে পৌছে ইহা পড়বে, "অত্তাখিজু মিম্মাকা-মি ইবরাহীমা মুসাল্লা"।	কিছুই করতে হবে না
	৪	জায়েয	তওয়াফের দুই রাকাত নামাজ মসজিদের যে কোন স্থানে পড়তে পারবে।	কিছুই করতে হবে না
	৫	সুন্নাত	এ নামাজে সূরা ফাতিহার পর প্রথম রাকাআতে "সূরা কাফিরূন" ও ২য় রাকাআতে "সূরা ইখলাছ" পড়বে।	কিছুই করতে হবে না
	৬	সুন্নাত	যমযমের পানি পান করবে ও পান করার সময় দু'আ করবে।	কিছুই করতে হবে না
	৭	সুন্নাত	এ নামাযের পর সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করবে, ইশারা করবে না।	কিছুই করতে হবে না
৩য় রুকনঃ সাঈ করা। ৭টি চক্কর দিবে।	১	সুন্নাত	প্রথম সাঈর সময় সাফা পর্বতের নিকট গিয়ে বলবে " ইন্নাছ ছফা- অল-মারওয়াতা মিন শাআ'-ইরিল্লা–হি " অতঃপর বলবেঃ (আবদাউ বিমা বাদাআল্লাহু বিহি)	কিছুই করতে হবে না
	২	সুন্নাত	সাফা ও মারওয়া পর্বতে উঠবে, উপরে না উঠে পাশে অবস্থান করলেও চলবে।	কিছুই করতে হবে না
	৩	সুন্নাত	সাফা ও মারওয়া পর্বতে উঠে কিবলামুখী হয়ে দু হাত তুলে এই দু'আ তিনবার পড়বে। **আলহামদু লিল্লাহি, আল্লাহু আকবার, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারী-কা লাহু লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু ইউহয়ি অইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদী-র, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু, আনজাযা অ'দাহু, অনাসারা আবদাহু, অহাযামাল আহযা-বা অহদাহু।**	কিছুই করতে হবে না
	৪	সুন্নাত	দুই সবুজ লাইটের মাঝে শুধুমাত্র পুরুষেরা দৌড়াবে,	কিছুই করতে হবে না
	৫	সুন্নাত	সাঈ করা অবস্থায় দু'আ করা, প্রতি সাঈর জন্য নির্দিষ্ট কোন দু'আ নাই।	কিছুই করতে হবে না
	৬	জায়েয	সাঈ অবস্থায় ফরজ নামাজ, একটু বিশ্রাম, অযু, অন্য তলায় স্থানান্তর করতে পারবে, তবে বেশী দেরী করা চলবে না।	কিছুই করতে হবে না
	৭	সুন্নাত	সাঈ অবস্থায় অযু থাকা ভালো, ওয়াজিব নয়।	কিছুই করতে হবে না
ওয়াজিবঃ চুল কাটা বা কামানো।	১	ওয়াজিব	সাঈর পর (পুরুষের জন্য) মাথা কামানো বা মাথার সব চুল ছাঁটা, মহিলারা চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুল পরিমান ছোট করবে।	**দম দিতে হবে।**
	২	সুন্নাত	মাথা কামানো উত্তম, রসূল (সাঃ) তিনবার দু'আ করেন মাথা কামানো ব্যক্তিদের জন্য, আর একবার দু'আ করেন তাদের জন্য যারা মাথা ছাঁটবে।	কিছুই করতে হবে না